# মুকুর।

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

প্রণীত।

কলিকাতা,
২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ব্রাহ্মমিসন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচরণ দত্ত দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৬ সাল।

# সূচীপত্র।

| বিষয় | পৃষ্ঠা। |
|---|---|




## হৃদয়াসীনা ।

আমার শূন্য হৃদয়-আসনে
কে তুমি আসীনা আজি !
ছিল এ চিত্ত জড়, অচেতন,
নিদ্রিত সাধ, বাসনা, বেদন ;
আজি সেথা একি রাগিনী নূতন
আপনি উঠিছে বাজি' !
শূন্য হৃদয়-আসনে আমার
কে তুমি আসীনা আজি !

আমার গোপন মনোমন্দিরে
কে তুমি দেবতা অয়ি !
আমার এ চির আঁধার ভবন
আলোক-রশ্মি দেখেনি কখন,
সহসা কি শুভ কিরণে মগন
করিলে জ্যোতির্ম্ময়ি !

আমার প্রাণের মন্দির মাঝে
কে তুমি আসীনা অয়ি!

আমার শুষ্ক হৃদয়-মরুতে
কে তুমি প্রেমের নদি!
ভরা বরষায় ভরি' কূলে কূলে
যৌবনাবেগে আপনায় ভুলে'
উছলি' রঙ্গে তরঙ্গ তুলে'
ছুটিতেছ নিরবধি!
আমার শুষ্ক হৃদয়-মরুতে
কে তুমি অমৃত নদী!

কে তুমি আমার হৃদয়-কুঞ্জে
নববসন্ত-রাণি!
চরণ-পরশে ধরণী আকুল
দিতেছে অর্ঘ্য শতকোটী ফুল,
বিহরে মলয়, গাহে পিককুল
অবসাদ নাহি মানি'।
আমার হৃদয়-নিকুঞ্জবনে
অয়ি বসন্তরাণি!

কে তুমি আমার মানস-রাজ্যে
চির সুষমারি খণি!

উষা গোধূলির রঙীন আকাশে,
ইন্দুকিরণে, তারকার হাসে,
কোথা হ'তে আজি নব শোভা আসে?
কে তুমি পরশমণি!
আমার এ দীন হৃদয়-রাজ্যে
তুমি সুষমার খণি।

কে তুমি আমার অন্তরে থাকি'
সুধীরে বাজাও বীণা!
দিবানিশি শুধু গাহি' সুমধুর
সান্ত্বনা ভরা স্বরগের সুর,
পরাণের যত ব্যথা কর দূর
আমার হৃদয়াসীনা!
অন্তর মাঝে থাকি' নিশিদিন
কে তুমি বাজাও বীণা!



# সাধ।

সে উঠেছে ফুটি' স্বর্ণকমল
আমার মানস সরসে ;
সাধ যায়, হয়ে মত্ত পবন
সৌরভ তা'র বহি অনুখণ,
মধুকর হ'য়ে চারিধারে তা'র
গুঞ্জন করি হরষে।

সে আমার বনে কুসুম গুচ্ছ—
ফুল্ল যূথিকা কামিনী ;
সাধ যায়, হয়ে বালরবিকর
ফুটাই তাহার শোভা মনোহর,
শিশিরবিন্দু হয়ে করি তারে
সিক্ত সারাটি যামিনী।

সে শোভিছে একা পূর্ণ ইন্দু
নির্ম্মল নীল আকাশে ;
সাধ তাই, হয়ে সিন্ধু অতল
বক্ষে রাখিতে সে ছবি অমল,
চকোরের মত উড়িতে ঊর্দ্ধে
তাহার অমিয় সকাশে।

সে যে বসন্ত শোভার প্রতিমা—
মাধুরী অতুল ভুবনে ;
সাধ তাই, হয়ে কোকিল সুরব
গাহিতে তাহার গুণ গৌরব,
অশোকের মত চরণ-পরশে
শোভিতে কুসুম ভূষণে।



# ঊষায়।

( ১ )

তুমি দাঁড়ায়েছ আসি' ঊষার মতন হাসি'
শিয়রে আমার,
অমৃত পরশে তব করি' সুপ্ত প্রাণে নব
চেতনা সঞ্চার।
নিশ্বাস-মলয় বায়
ধীরে লাগে আসি' গায়,
ভেসে ভেসে আসে তায়
পুষ্পগন্ধ সার।
শত বিহঙ্গের গানে
ভ্রমর-গুঞ্জর তানে
পশে আসি' আজি কাণে
সঙ্গীত তোমার।
তুমি দাঁড়ায়েছ আসি' ঊষার মতন হাসি'
শিয়রে আমার।

( ২ )

ঊষার মতন তুমি আলো করি' ধরাভূমি
হয়েছ উদয়,
অসীম তিমির টুটি' সহসা উঠেছে ফুটি'
রূপ জ্যোতির্ম্ময়।
না ভাঙ্গিতে ঘুমঘোর
চেয়ে দেখি' নিশি ভোর,

জেগে উঠে মনে মোর
কি মহা বিস্ময়!
কিরণ-মণ্ডিত ভব,
একি হর্ষ-কলরব,
একি জাগরণ নব
আজি বিশ্বময়!
উষার মতন তুমি আলো করি' ধরাভূমি
হয়েছ উদয়।

( ৩ )

উষার স্বরূপ তব হেরি মূর্ত্তি অভিনব
ভরিয়া নয়ন।
নির্ম্মল ললাটতলে সিন্দূর বিন্দুর ছলে
তরুণ তপন;
কণ্ঠে কুসুমের মালা,
করে ফুল্ল-ফুলডালা,
চরণে অলক্ত ঢালা
সস্মিত বদন।
স্নাত, স্নিগ্ধ, শুভ্র, কান্ত,
শুচি শোভা, দিব্য, শান্ত,
বিস্রস্ত অঞ্চল প্রান্ত
কনক বরণ।
উষার স্বরূপ তব হেরি মূর্ত্তি অভিনব
ভরিয়া নয়ন।

## সন্ধ্যায়।

( ১ )

তুমি দেখা দাও এসে প্রখর দিবস শেষে
সন্ধ্যার মতন,
তাপিত দেহের পরে মলয় বীজনে করে'
অমিয় সিঞ্চন।
এস তুমি সৌম্যকান্তি,
সঞ্চারি' সান্ত্বনা, শান্তি,
দূর করি' সর্ব্ব ক্লান্তি
সকল বেদন।
আন শুধু নীরবতা,
না কহিয়া কোন কথা
কর পরাণের ব্যথা
গোপনে হরণ।
তুমি দেখা দাও এসে প্রখর দিবস শেষে
সন্ধ্যার মতন।

( ২ )

আজি দেখা দাও এসে সন্ধ্যার করুণ বেশে
মুগ্ধ করি' মন,
অধরে নাহিক বাণী সরম প্রতিমাখানি
বিশ্বে অতুলন।
এস তুমি একবার
খুলে' ফেলি' অলঙ্কার ;

আলুলিত কেশ ভার
আনম্র আননি।
প্রদীপ ধরিয়া করে
এস শুভ অবসরে,
লইয়া আঁচল ভরে'
সোণার স্বপন।
আজি দেখা দাও এসে সন্ধ্যার সুন্দর বেশে
মুগ্ধ করি' মন।

( ৩ )

এস তুমি ধীরে ধীরে স্পর্শ করি' ধরণীরে
অলস চরণে ;
দাঁড়াও সন্ধ্যার মত আঁখি-পাতা করি'নত
অসীম নির্জ্জনে।
থেমে যাক্ কলরব,
করি শুধু অনুভব
নীরব মাধুরী তব
অবসন্ন মনে।
ললাটে বালেন্দু আঁকা,
কুসুম-সৌরভ-মাখা,
তনু নীলবাসে ঢাকা,
দেখি দুনয়নে।
এস তুমি ধীরে ধীরে স্পর্শ করি' ধরণীরে
অলস চরণে।

---*---

# যোগ-ভঙ্গ।*

বনদেবীদ্বয় মাঝে কুসুমাভরণা
আসে উমা তপোবনে অলস চরণা,
মূর্ত্তিমতী বসন্তের বনলক্ষ্মী যথা—
সুকুমারী সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা।
অশোক-বলয় করে, স্বর্ণ কর্ণিকার
শোভিছে কবরী মাঝে, গলে সিন্ধুবার
মুক্তামালা, কটিদেশে বকুলে রচিত
অপূর্ব্ব মেখলা; লুব্ধ ভ্রমর তৃষিত
নিশ্বাস সৌরভ মুগ্ধ, বেড়ায় উড়িয়া
বিম্ব অধরের কাছে; সচকিত হিয়া
চঞ্চল দৃষ্টিতে বালা চাহি' প্রতিক্ষণ
করধৃত নীলপদ্ম করি' সঞ্চালন
নিবারণ করে তারে।—
এইরূপে যবে
প্রবেশিয়া লতা-গৃহে, করিলা নীরবে
প্রণাম মহেশ-পদে,—নব কর্ণিকার
সুনীল-অলক-শোভী, কর্ণ অলঙ্কার
নবীন পল্লব, খসি' পড়িল ভূতলে।

* কুমার সম্ভব, তৃতীয় সর্গ।

ইষ্ট আশীর্ব্বাদ লভি' যবে কুতূহলে
যতনে গ্রথিত দিব্য পদ্মবীজ মালা
আরক্তিম করপদ্মে লয়ে গিরিবালা
ধরিলা সম্মুখে, সেই প্রেমভক্তি-প্রভা-
সমুজ্জ্বল বরাননে পূর্ণ পুণ্য শোভা,
কুমারী-হৃদয়-রুদ্ধ চির অতুলন
সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছায়া, নেহারি তখন
সহসা শিবের চিত্তে কি মহা বিস্ময়
উঠিল জাগিয়া! মুগ্ধা উমার হৃদয়
কি উচ্ছ্বাসে গেল ভরে'! লজ্জারক্ত মুখে
পুলক-অঞ্চিত দেহে শিবের সম্মুখে
রহিলা দাঁড়ায়ে শুধু আনত নয়নে!

অমনি মুহূর্ত্ত তরে মহাদেব-মনে—
শশীর উদয়ে সিন্ধু সলিলে যেমন—
উপজিল অধীরতা!—যোগীন্দ্র তখন
বিম্বাধরা পার্ব্বতীর চন্দ্রমুখ পানে
চাহিয়া রহিলা শুধু সতৃষ্ণ নয়ানে।



# দুটি কথা।

তুমি কি বুঝিবে সখি আমার অন্তরে
নিশি দিন তৃপ্তি হীন কি যে ব্যাকুলতা,
কি চাহি বলিতে তোমা' প্রেমাপ্লুত স্বরে
মরম-আবেগ ভরা দুটি ক্ষুদ্র কথা!
কতদিন কতবার বেঁধেছি হৃদয়
কি কথা কহিতে অনুকূল অবসরে,
অমনি আসিয়া শত আশঙ্কা সংশয়
অধরের ভাষা মোর 'লইয়াছে হরে'।

আজি নব বসন্তের বিজন নিশাতে
আসিয়াছি কাছে লয়ে আকুল হৃদয়,
আজ চাহি আপনারে দিতে তব হাতে
দেখাতে এ পরাণের নিভৃত নিলয়।
হৃদয়ের অন্তস্তলে আজ দেখ নামি'
সেই দুটি ক্ষুদ্র কথা—'ভালবাসি আমি'।



# ভুল।

তোমারে যত দেখি
তৃষিত আঁখি তুলে'
ও রূপ মাধুরীতে
আপনা যাই ভুলে' !

মধুর মুখ পানে
চাহিয়া থাকি যত,
ততই নব শোভা
নিরখি অবিরত।

কি মোহ-মাখা ওই
নয়ন-শতদল !
নিমেষে ভুলে' যাই
আকাশ ধরাতল।

নয়ন মুদি যদি,—
আঁধারে উঠে ফুটি'
অসীম স্নেহ ভরা
তোমারি আঁখি দুটি !

তোমারি মাঝে শুধু
আমারে পাই খুঁজি,’
নহিলে আমি আর
কোথাও নাই বুঝি!

যতই করি ধ্যান
তোমার নাহি কূল;
যেন গো তুমি ছাড়া
জগতে সবি ভুল!



# জিজ্ঞাসা।

প্রভাতে সাঁঝের বেলা
কতনা করেছি খেলা,
মুকুলিত উপবনে
তটিনীর তীরে ;
দূরে কে গাহিত গান
বাঁশীতে ধরিয়া তান,
বুঝি নাই ভাষা তা'র
চাহি নাই ফিরে'।
আজি সে বাঁশীর স্বরে
পরাণ আকুল করে
বিকশিয়া উঠে মনে
নব সাধ, আশা ;
বল্ সখি, বল্ মোরে,—
এ কি ভালবাসা ?

আজি মনে লয় হেন
মধু পূর্ণিমায় যেন
পুলক চঞ্চল হৃদি-
সমুদ্র আমার ;
আজি কোটী কোটী চোখে
সুবিমল চন্দ্রালোকে

শুধু দেখিবারে চাহি
মুরতি তাহার।
তারি পথে থাকি চাহি'
নয়নে নিমেষ নাহি,
কোটী কর্ণে শুনিবারে
চাহি তার ভাষা ;
বল্, সখি, বল্ মোরে—
এ কি ভালবাসা ?

আজি হেন সাধ যায়
প্রাণ মন সঁপি তায়,
অধরে ফুটে না হায়
মরমের বাণী !
শত কাজে অনিবার
মনে পড়ে মুখ তা'র
নিশীথে স্বপনে দেখি
তা'রি মুখখানি।
সারাদিন সারারাতি
সে যে কল্পনার সাথী,
তবু সদা জাগে প্রাণে
যেন কি পিপাসা !
বল্ সখি, বল্ সখি,—
এ কি ভালবাসা ?

# মিনতি।

যা' কিছু আমার ছিল,
দিয়েছি আমি,
চাহি নাই প্রতিদান
হৃদয়-স্বামি !

আপনা সঁপিনু তব
চরণ পরে,
আপনি লয়েছ তুলে'
করুণা করে,'

নিয়েছ পরাণ, মন,
নবীন আশা,
জীবনের সুখ, সাধ,
বাসনা, ভাষা।

নিখিল বিশ্বের চির
মাধুরী নব,
মুছিয়া নয়ন হ'তে
নিয়েছ সব।

উচ্ছসিত প্রেম মোর
নিয়েছ হরে'
চাহি' সকরুণ চোখে
নিমেষ ভরে।

সরবস্ব দিয়েছি তো
কিছুনা রাখি',
লহ নাথ আজি তবে
যা' আছে বাকি।

সকলি নিয়েছ, কেন
রেখেছ বল,
বুকভরা ব্যথা, আর
নয়ন-জল।



# বিকাশ।

ওহে সুন্দর মম অন্তরে
একি উচ্ছ্বাস নব.
একি আকুল পুলক- হিল্লোল, প্রিয়,
নব সঙ্গীতরব !
আজি মধুময় ধরা শোভা সৌরভে ভরা
নিভৃত আমার কুঞ্জকুটীরে
আজি কি মহোৎসব !

বিকশিত আজি নবগৌরবে
হৃদয়-কমল মম,
তাই উচ্ছ্বসি যেন উঠিছে প্রাণের
লাবণ্য নিরূপম।
নবীন বাসনা কত ফুটে' উঠে' অবিরত
চেয়ে আছে তব প্রেমালোক-তরে
সূর্য্যমুখীর সম।

কতদিন, হায়! জেগেছি রজনী
কতনা বিষাদভরে,

তবু পারনি বুঝিতে মোরে কত শত
ব্যগ্র প্রশ্ন করে'!
কত নব ভালবাসা আবেগপূর্ণ ভাষা
লজ্জাকাতরা বালিকার কাছে
বিফলে গিয়াছে মরে'!

আজি ফেলে দিব তুচ্ছ জীর্ণ
হীন লাজ আবরণ,
তুমি এস, হৃদয়েশ, হৃদি-মন্দিরে
হৃদি-মন্থন-ধন!
গোপন মরম মম দেখ অন্তরতম!
দেখ—কোন্ পদে সঁপিয়াছি আমি
তরুণ জীবন মন!

মৌন মূঢ় সে বালিকা চিত্তে
দেখ—কি সুপ্ত আশা!
আজি মিটাতে চাহে সে প্রেমতৃষা তব
ঢালি' চির-ভালবাসা!
চাহে সে পরাণ খুলে' কহিতে শ্রবণমূলে
যুগে যুগে যত প্রণয়িণীগণ
কহিয়াছে প্রেমভাষা!

ওহে বাঞ্ছিত! দেখ আজি মোর
একি ব্যাকুলতা নব!
চাহে ক্ষুদ্র হৃদয় পূরাইতে তব
আশা আকাঙ্ক্ষা সব!
রেখেছি বক্ষ ভরে' সান্ত্বনা তব তরে,
ওগো অতৃপ্ত! আছে এ হৃদয়ে
সর্ব্বতৃপ্তি তব।



# পূর্ণিমায়।

আজি পূর্ণিমার রাতে বসিয়া একাকী
মনে পড়ে কা'র মুখখানি,
কা'র দু'টি ছল ছল প্রেমসিক্ত আঁখি
বাষ্পরুদ্ধ বিদায়ের বাণী!

কাহার পরশ মাখি' আজি এ কুটীরে
পশে আসি' চাঁদের কিরণ,
কাহার সৌরভ লয়ে আজ ধীরে ধীরে
বহিছে মলয় সমীরণ।

আজি দুজনার মাঝে কত ব্যবধান!
বুঝি এই বিশদ জ্যোৎস্নায়,
মুক্ত জানালায় বসি' আকুল পরাণ,
সেও আজ ভাবিছে আমায়!

এমনি চাঁদিনী কত পূর্ণিমার নিশা
আসিয়া গিয়াছে কত বার,
তবু মিটে নাই মোর পরাণের তৃষা
অনিমেষে দেখি' রূপ তা'র।

বুঝি বা হৃদয়ে তা'র এই পূর্ণ চাঁদ
জাগায়েছে নব ব্যাকুলতা,
কহিতে চাহে সে টুটি' সরমের বাঁধ
যত তার মরমের কথা।

আজি তা'র ভালবাসা, বাসনা বেদনা,
চন্দ্রকরে আসিতেছে ভাসি,'
তাই জেগে উঠে প্রাণে কতনা কল্পনা
নয়নে উছলে অশ্রুরাশি।



## জীবন-বসন্ত।

মম অন্তরে নব বসন্ত
উদয় আজ,
এস, তুমি এস, চিরবাঞ্ছিত
হৃদয়-রাজ!
সুন্দর আজি নেহারি বিশ্ব,
কত নব শোভা সুচারু দৃশ্য,
প্রকৃতি যেন গো পরিয়াছে নব
মোহন সাজ।
মম অন্তরে নব বসন্ত
উদয় আজ।

আজি বহিতেছে আনন্দ-ধারা
আমার প্রাণে,
চারিদিক হ'তে সঙ্গীত নব
পশিছে কাণে!
মাখি' নন্দন-কুসুমগন্ধ,
মধুর মলয় বহিছে মন্দ;
অমিয়-লহরী উঠিছে উথলি'
বিহগ-গানে।
কে আজি এ নব আনন্দরাশি
ঢালিছে প্রাণে!

কত শোভাময় আমার প্রাণের
গোপন গেহ !
কি মাধুরী সেথা রয়েছে লুকান'
দেখেনি কেহ।
আজি মনে হয়, শতদল সম
বিকশিত যেন সে সুষমা মম ;
বাহিরিয়া আসি' ঘিরেছে সে শোভা
এ হীন দেহ।
কত সুন্দর আমার প্রাণের
গোপন গেহ !

আমার কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
ফুটেছে ফুল,
কোকিল কুহরে, করে গুঞ্জন
ভ্রমর কুল।
আজি অন্তরে এস প্রিয়তম,
সার্থক কর ব্যর্থ জনম,
এস অভিসারে, চিতরঞ্জন,
হৃদয়াকুল !
আজি এ কুঞ্জে পুঞ্জে পুঞ্জে
ফুটেছে ফুল।

মনে লয় যেন যুগ যুগ ধরে'
তোমারি তরে
বসে' আছি আমি পথ পানে চাহি'
বিজন ঘরে।
আজ তুমি এস, হৃদয় রতন,
আমার সর্ব্বসাধনার ধন!
বিরহ-অশ্রু দাও মুছাইয়া
করুণ করে।
বসে' আছি আমি যুগ যুগ ধরে'
তোমারি তরে।

এসগো আমার শত জনমের
বাসনারাশি!
আমার জীবন- দেবতা! গোপন
হৃদয়বাসি!
আজি চঞ্চল নব যৌবন,
আন অনন্ত নিবিড় মিলন;
বাসন্ত ফুলে গাঁথিয়াছি মালা,
লহগো আসি'।
এস তুমি মোর শত জনমের
বাসনারাশি!

# বর্ষা।

আবার নব হরষভরে বরষা আসে ভুবনে
ফুল্ল করি' তাপিত তরু লতিকা,
গগনপথে নবীন মেঘ বেড়ায় ভাসি' পবনে,
কাননে ফুটে কামিনী জাতী যূথিকা।

উচ্ছ্বসিতা নির্ঝরিণী তুলিয়া শত লহরী
ছুটিয়া যায় যৌবনের গরবে,
মত্ত বায়ে শ্যামল বন উঠিছে ঘন শিহরি',
বকুলগুলি ঝরিয়া পড়ে নীরবে।

কদম্বের গন্ধ মাখি' সিক্ত বায়ু আসিয়া
শীতল করে অঙ্গ থর পরশে;
কুঞ্জ হ'তে ভ্রমরতান শ্রবণে আসে ভাসিয়া,
সারসকুল হরষে খেলে সরসে!

স্নিগ্ধ নব জলদজালে আবৃত দেখি নভসে
উল্লসিত চাতক যত পিপাসী,
রঙ্গভরে মত্ত শিখি নৃত্য করে রভসে,
কলাপে তা'র ইন্দ্রধনু বিকাশি'।

নিবিড় করি' মেঘের ছায়া সন্ধ্যা আসে নামিয়া,
অন্ধকারে মিশিয়া যায় ধরণী,
কুলায়লীন বিহঙ্গের কাকলি যায় থামিয়া,
রজনী আসে তামসী মসীবরণী।

কোথা গো আজি বরষারাতে স্নিগ্ধ বনভবনে
তরুণী বালা—আকুলা প্রেমপুলকে,
নীরদনীল বসনে পরি' এসগো অয়ি শোভনে,
কুসুমদাম জড়ায়ে নীল অলকে।

নিভৃত গৃহ কক্ষমাঝে এসগো অয়ি নায়িকা,
ললিত তনু—মালতীমালাধারিণী ;
মোহন বীণাযন্ত্রে অয়ি অমৃতময়ী গায়িকা,
বাজাও নব রাগিণী মনোহারিণী।

কৃষ্ণ মেঘে কনকরেখা ফুটিয়া উঠি' দামিনী
নিমেষ তরে ঝলসি' দেয় নয়নে,
বজ্রনাদে সুপ্ত গৃহে চমকি' পুর-কামিনী
কাঁপিয়া উঠে মিলন-সুখ-শয়নে।

ব্যাকুল চিতে নিরখি' আজি বাদল-ঘেরা আকাশে
পথিক-বধূ পথের পানে চাহিয়া,
ভাবিছে—কবে দয়িত তা'র আসিবে ফিরে' সকাশে,
অশ্রু ঝরে কপোলতল বাহিয়া।

# নিরাশ।

আজি জীবনের বসন্তরাতে
জীবন-দেবতা মম,
কেন গো নিরাশা নয়ন তোমার
ঘিরেছে কুয়াশা সম !
মাগিছ কি আজ নীরব বিদায়,
স্বপ্ন আমার বুঝি ভেঙ্গে যায়,—
ঘুচে যায় এই পূর্ণিমানিশি
কৌমুদী মনোরম !
চারিদিক হ'তে ছুটে আসে শুধু
তিমির নিবিড়তম !

কত আশা প্রেম তোমার হৃদয়ে
কত শোভা নিরূপম,
কোথা' পাবে বল ম্লান ছায়া তা'র
ক্ষুদ্র হৃদয় মম !
ভেবেছিলে তুমি, হৃদয় আমার
চির রহস্যমাধুরী-আধার,
তাই এত দিন রেখেছ যতনে
অমূল্য ধন সম ;
আজ বুঝি নাথ সহসা তোমার
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ভ্রম !

# মুকুর।

যখন প্রথম দাঁড়ালে আসিয়া
মানস-কমলদলে,
কত জনমের তপে সঞ্চিত
কতনা পুণ্যফলে,—
চাহি নাই কিছু, কহি নাই কথা,
ফুটেনি ভাষায় মনোব্যাকুলতা ;—
নীরবে রাখিনু হৃদয় পরাণ
তোমার চরণ তলে,
শুধু—দুটি নত নয়নের পাতা
ভরে' এসেছিল জলে !

কি জানি তখন তুলে' লয়ে মোরে
নব অনুরাগভরে
রেখেছিলু কেন শতমণিরাগ-
দীপ্ত আসন পরে !
কত কুসুমিত নব নন্দন
আমার লাগিয়া করেছ সৃজন,
শুনায়েছ কত প্রণয়ের গাথা
স্নেহ-বিগলিত স্বরে,
শত দুখ ব্যথা দিয়াছ মুছায়ে
কমল-কোমল করে।

ভেবেছিলে বুঝি অন্তর মম
তৃপ্তি-নিঝর নব,
এসেছিলে তাই মিটাতে হেথায়
আকুল তৃষ্ণা তব।
দেখেছ এখন—এ যে মরীচিকা,
কোথা সুধা,—শুধু বাসনার শিখা!
দীনতা হীনতা যত কিছু মোর
আজি দেখিয়াছ সব,
তাই বুঝি তব মর্ম্ম আকুলি'
উঠে ক্রন্দন-রব!

যাবে, তবে যাও।—হায় সখা, কেন
ভুল বুঝেছিলে মোরে!
কেন মোরে তব মানসী প্রতিমা
ভেবেছিলে ঘুম ঘোরে!
সরম আকুল অধর নয়ন,
কহে নাই কভু ছলনা-বচন,
চাহেনি দেখায়ে স্বর্গ স্বপন
বাঁধিতে প্রণয় ডোরে।
শুধু দূরে থাকি' ভাল বাসিয়াছি
গোপনে পরাণ ভরে'।

ঊর্দ্ধ গগনে থাকে ধ্রুবতারা
জাগি' সারা বিভাবরী,
তা'রি পানে চাহি' অকূলে নাবিক
কূলে লয়ে যায় তরী।
তুমি ছিলে মোর আশার অতীত,
ধ্রুবতারা সম আকাশে উদিত;
আপনি আসিয়া ধরা দিলে কেন
মানব মূরতি ধরি'!
ছেড়ে যাবে আজি নিরাশ হৃদয়ে
হৃদয় দলন করি'!



# প্রত্যাখ্যান।

সে তখন ছিল বসি' একাকিনী
দিবসের শেষে সরসীকূলে,
সুদূর আকাশে চাহি' অনিমেষে
কি জানি কি মোহে ছিল সে ভুলে'।

স্বচ্ছ সরসী-আরসীর পরে
পড়েছিল তার দেহের ছবি,
সোণার কিরণ ছড়ায়ে গগনে
ডুবে গিয়াছিল শ্রান্ত রবি।

সান্ধ্য সমীর উপবন হ'তে
যূথি-পরিমল মাখিয়া আসি',
বহি' যেতেছিল কৌতুকভরে
আকুলি' তাহারি কেশের রাশি।

সাঁঝের আলোকে নির্জ্জনে, তা'র
শান্ত মূরতি স্বপন সম
নিরখি' নিমেষে আকাঙ্ক্ষা শত
উঠেছিল জাগি' পরাণে মম।

এ হৃদয়খানি রাখি' তা'র পায়
কহিলাম—"লহ করুণা করে'"
সে কহিল শুধু "চাহিনাকো কিছু"—
শূন্য নয়নে, উদাস স্বরে।

অমনি আঁধার ঢাকিল মেদিনী
ভরে' এল আঁখি অশ্রুনীরে;
বুকভাঙ্গা ব্যথা বহিয়া মরমে
নীরবে ফিরিয়া আসিনু ধীরে।



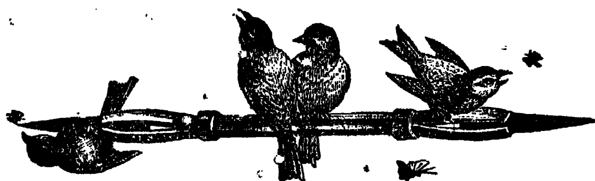
# মালা।

না খুলিতে ঊষা স্বর্ণ-তোরণ,
আসি তটিনীর কূলে
বসিয়া বিরলে গাঁথি মালাখানি
নবপ্রস্ফুট ফুলে।
তটিনীর মৃদু তান
বিহগের কলগান
যেন কোন দূর স্বপনের দেশে
টেনে নিয়ে যায় প্রাণ।

ছোট ছোট ফুল—যেন বিকশিত
আমার বাসনারাশি,
সৌরভ ছুটে সারা উপবনে
প্রভাত-সমীরে ভাসি'।
মালা গাঁথা শেষ হ'লে,
আঁখি ভরে' আসে জলে ;—
কে আমার হেন যতনের ধন
আদরে পরিবে গলে !

যদি কারো করে দেই এ সাধের
পুষ্পমাল্য মম,
হয়তো সে চাহি দেখিবে—এ শুধু
খেলেনা তুচ্ছতম !
হয়তো চরণতলে
দলিয়া যাইবে চলে’ ;—
মালাখানি তাই দেই ভাসাইয়া
নির্ম্মল নদীজলে।

নিশি দিনমান না মানি বিরাম
তটিনী বহিয়া যায়,
আমার কোমল মালিকাও ভাসি’
কি জানি কোথায় ধায় !
কেহ কুতূহলভরে
কভু কি লইবে করে,
অথবা—অকূল সিন্ধুর পানে
যাবে চিরদিন ধরে’ !



# জীবনাকাঙ্ক্ষা।

সুন্দরী এ বসুন্ধরা অনন্তযৌবনা
গীতগন্ধ শোভার ভাণ্ডার,
হৃদয়ে জাগায় নিত্য নবীন বাসনা
স্নেহধারা ঢালে অনিবার।

তাই আজি পৃথিবীরে চিরদিন তরে
ছেড়ে যেতে কাঁদে মোর প্রাণ,
বড় বেদনার মত বাজিছে অন্তরে
মরণের করুণ আহ্বান।

পাই নাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখস্বাদ,—
স্বরগের বাঞ্ছিত যে ধন,
এখনো মিটেনি তাই জীবনের সাধ,
হে মরণ এস না এখন।

আজি এই জীবনের প্রথম প্রভাতে
আনিয়োনা সন্ধ্যা-আবরণ,
দিবা-অবসানে এস নূতন শোভাতে
সমাদরে করিব বরণ।

কি জানি কখনো ক্ষুদ্র মানব জীবনে
পাই যদি চির-ভালবাসা,
এখনও মত্ত আশা জাগে মোর মনে,—
যদি কভু মিটে এ পিপাসা!—

একটি হৃদয় মাঝে যদি বেঁচে থাকি,—
তবে মোর সফল জীবন;
কোন সাধ আর তবে থাকিবে না বাকি,
হে মরণ আসিয়ো তখন।



# মৃত্যু।

সুখ-দুঃখ-বিজড়িত এই নর জনমের
মৃত্যুই কি মহা পরিণাম,
যত আশা ভালবাসা অতৃপ্ত বাসনারাশি,
তারি কোলে লভিবে বিরাম!

অনন্ত সাগরতীরে বালুকার খেলা ঘর
যদি এই মানবজীবন,
তবে কেন তার তরে এ বিশাল বসুন্ধরা
এত শোভা করে বিকীরণ?

তবে কেন বাঁধে তারে অযাচিত স্নেহপাশে
রবি-শশী-গ্রহ-তারাগণ.
তবে কেন তার দেহে আনন্দ সঞ্চার করে
গন্ধবাহী মন্দ সমীরণ?

রজনী আসিয়া তবে কেন তারে সযতনে
কোলে তুলে লয় নিতি নিতি,
প্রভাতে তাহার কানে পীযূষ বরিষে কেন
মধুর বিহগকলগীতি?

কেন তবে তার চিত্তে উচ্ছ্বসিত হয় নিত্য
স্নেহ প্রীতি দয়া ভালবাসা,
কেন জাগে তার প্রাণে জীবন্ত কল্পনা শত,
দুর্নিবার সৌন্দর্য্যপিপাসা ?

কেন তার প্রিয়জন মুগ্ধহৃদে মানে তারে
যেন নিজ পরাণ-পুতলী,
বাঞ্ছিতের সুখ লাগি' কেন তবে অবহেলে
আপনার সুখ দেয় বলি ?

সকলি কি মহাভ্রান্তি— ক্ষণিক স্বপন প্রায়
অর্থহীন মানবের প্রাণ,
মৃত্যুর পরশমাত্র নিমেষে ভাঙ্গিয়া যায়,
তারপর—অনন্ত নির্ব্বাণ ?

মৃত্যু কি স্বপনহীন অনন্ত নিবিড় নিদ্রা,
—অথবা সে মহা জাগরণ ?
মৃত্যু কি নিষ্ঠুর এক মহান্ বিচ্ছেদ শুধু,
—অথবা সে অনন্তমিলন ?

মৃত্যু কি অনন্ত রাত্রি চির-বিভীষিকা ভরা—
গাঢ়তম অন্ধকারময় ?
অথবা, সে অবিচল দিবালোকাভাস সম
এক মহা-জ্যোতির উদয় ?

মৃত্যু কি অকূল সিন্ধু উন্মত্ত, অশান্ত, সদা
বিক্ষোভিত তরঙ্গ-সঙ্কুল,
কিম্বা, চির কুসুমিত ক্রমলতাকুঞ্জে ঘেরা—
সুশোভন শ্যাম উপকূল ?

মৃত্যু কি রাক্ষসী ক্রূর— গ্রাস করে অহর্নিশি
কোটী কোটী মানবসন্তান,
অথবা, সে নিজ ক্রোড়ে স্থান দেয় মানবেরে
স্নেহময়ী জননী সমান ?

কি যে মৃত্যু, নাহি জানি, চিন্তাক্রান্ত নরচিত্তে
চিরদিন রহস্য অপার।
কিন্তু তারে ভালবাসি ; মোহিনী মূরতি তার
গড়িয়াছে কল্পনা আমার।

জানি শুধু—ভগ্নপ্রায়, শুষ্ক, শূন্য হৃদয়ের
মৃত্যু-আশা কেবল সম্বল,
সংসার-সংগ্রামাহত হতভাগ্য মানবের
একমাত্র আশ্বাসের স্থল।



# অতিথি ।

পথহারা আমি শ্রান্ত পথিক নবীন
এ নূতন দেশে
এসেছি তোমার দ্বারে আজি দীন হীন
দীর্ঘ দিন শেষে।
কেন করুণায় মাখি'
দুইটি কমল আঁখি
ম্লানমুখ পানে চেয়ে
আছ অনিমেষে!

বুঝিতে কি চাহ তুমি কোন্ দেশ হ'তে
বহি' কোন্ স্মৃতি
কেন আসিয়াছি হেথা, ভাসি' কোন্ স্রোতে,
অজ্ঞাত অতিথি;
আমার হৃদয়মাঝে
নীরবে সতত বাজে
নিরাশাআকুল কি যে
বিষাদের গীতি!

স্বরগীয় সরলতা স্নেহের আধার
তোমার হৃদয়,
জাননা, বাহিরে এই কঠোর সংসার
দুঃখদৈন্যময়।
তাই কি বিস্ময় হেন
হেথায় এসেছি কেন
স্নেহহারা গেহহারা
আমি নিরাশ্রয়!

গভীর বিশ্বাসভরা, ওগো বিদেশিনি,
ও দুটি নয়ন,
নীরবে বরষে প্রাণে, নীরবভাষিণি,
স্নেহের কিরণ।
উদাস হৃদয়মাঝে
তাই আজ নব সাজে
ফুটে' উঠে অভিনব
মধুর স্বপন।

চাহিয়া তোমার পানে ওগো অকুণ্ঠিতা,
আজি মনে হয়—
কখনো কি আমাদের হে অপরিচিতা,

ছিল পরিচয়!
জনম-অন্তরব্যাসী
কতনা কল্পনারাশি
যেন আজি আসি' মোর
ছাইছে হৃদয়।

কে জানে আর কি দেখা হবে কোন দিন!
আজি নিশিশেষে
প্রভাতে বিদায় মাগি' যাব স্নেহহীন
নবতর দেশে;
একটি মধুর স্মৃতি
আঁকিয়া হৃদয়ে, নিতি
ভ্রমিব ভুবনমাঝে
ভিখারীর বেশে।



# মনোরমা।

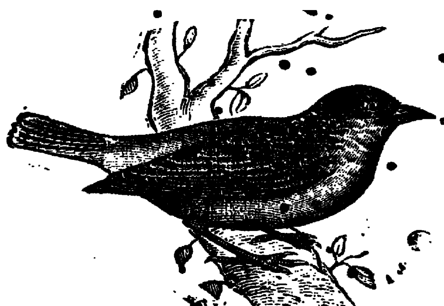
সেই—আর এই, আজ
হ'ল কত দিন!
বরষ একটি দু'টি
তরঙ্গের মত উঠি'
কেমনে কালের বুকে
হয়েছে বিলীন।
সেকি তব মনে আছে
কখন ছিলাম কাছে?
ফিরে' আসিয়াছি আজ
দীন উদাসীন।
কি নব গৌরব তব
আজি, সুহাসিনী
সেই ছোট মিনি।

সে বাল্য সারল্য আজি
গিয়াছে কোথায়,
কোথা গেল সেই খেলা,
মালাগাঁথা সারা বেলা;
সে চাপল্য লেশ আর
দেখা নাহি যায়।

কোথা’ সে মধুর হাসি
মন্দার-কুসুম-রাশি,
অশ্রু আর অভিমান
কথায় কথায়।
তুমি কি সে আমাদেরি
চির আদরিণী
স্নেহময়ী মিনি!

শিখিয়াছ এত দিনে
সংসারের রীতি—
সংশয় সঙ্কোচ কত
ভয় অবিশ্বাস শত;
থামিয়া গিয়াছে সেই
সুধামাখা গীতি।
চাহিয়া তোমার পানে
আজ শুধু মোর প্রাণে
জেগে উঠে কত শত
সুমধুর স্মৃতি।
তুমি ছিলে স্বরগের
করুণারূপিণী
দেববালা মিনি!

পড়ি' সরমের আভা
অরুণ উজ্জ্বল,
অমল আননে তব
আজি কি মাধুরী নব,
শরত-প্রভাতে যেন
ফুল্লশতদল;
ললিত লতিকাসম
হেরি ওই নিরুপম
তরুণ লাবণ্য, কেন
চোখে আসে জল!
দূরে থেকে চেয়ে দেখি
তোমার সুষমা
আজি, মনোরমা।



# আগন্তুক

তোমাদের দ্বারে আছি দাঁড়ায়ে একাকী,
আমি উপেক্ষিত, শ্রান্ত, দীন আগন্তুক ;
তোমাদেরি মাঝে আজি লহ মোরে ডাকি'
অজ্ঞাত অখ্যাত বলে' হয়োনা বিমুখ।
উৎসবের দিনে যবে হরষের গান
বাজিবে সবার কণ্ঠে মঙ্গল মধুর,—
তোমাদেরি সুখে তবে হরষিত প্রাণ
আমিও মিশাব তায় ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।
যদি আসে বিষাদের দিন দুঃখময়,
তোমাদের চোখে ভাসে অশ্রু ছল ছল,
আমিও সবার সাথে আকুল হৃদয়—
নীরবে ঢালিবে মোর নয়নের জল।
তোমাদের সুখে সুখী, বিষাদে কাতর,
কর মোরে তোমাদেরি—করিয়োনা পর।



# স্মৃতি।

সে ছিল বিজন কুঞ্জ-ভবনে
কুসুম-আসনে বসিয়া,
চঞ্চল বায়ে অঞ্চলখানি
পড়েছিল ভূমে খসিয়া।

তরুণ রবির অরুণ রশ্মি
পড়েছিল আসি' কাননে,
উষার মাধুরী স্নিগ্ধ উজল
ফুটেছিল তার আননে।

মুক্ত অলক পৃষ্ঠ-উপরে
মেঘসম ছিল ছড়ায়ে,
কুসুমকান্তি, কোমলতা ছিল
দেহলতা তার জড়ায়ে।

চম্পককরে পুষ্পমালিকা
গাঁথিতেছিল সে যতনে,
জীবন্ত যেন স্বর্ণ-প্রতিমা
খচিত হীরকে রতনে

প্রস্ফুট ফুল মুক্তাবিমল
শিশরবিন্দু পরিয়া
অঞ্জলি যেন বনদেবতার—
পড়েছিল শিরে ঝরিয়া।

গুঞ্জরি' যেন সঙ্গীত শত
উঠেছিল তার মরমে,
নির্ব্বাক্ মুখ, আঁখি-পল্লব
আনত সোহাগে সরমে।

মুগ্ধ হৃদয়, লুব্ধ নয়ন
ডুবেছিল তার শোভাতে,
সত্য, স্বপন, মিশেছিল সেই
কোকিলকূজিত প্রভাতে।



# শ্রাবণে।

আজি ঘন মেঘে ঢাকা শ্রাবণ-গগন,
কোথায় লুকায়ে আছে মলিন তপন!
আজি কেন বসুমতী
ব্যথিত কাতর অতি,
যেন গো প্রকৃতি সতী
বিষাদ-মগন!
আজি মনে পড়ে তা'র সজল নয়ন।

মেঘ গরজন ঘন দামিনী বিকাশ,
আজিকে পরাণে মোর জাগে কি হুতাশ!
কি যেন বেদনাভরে
উদাস আকুল স্বরে
অবিশ্রাম কেঁদে মরে
ব্যাকুল বাতাস!
মনে পড়ে আজি শুধু তা'র দীর্ঘশ্বাস।

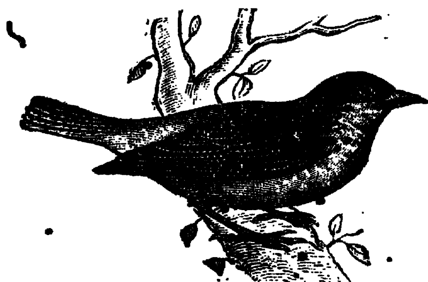
ধীরে ধীরে দীর্ঘ দিবা হয় অবসান;
কেন আজ শোকাকুল আমার পরাণ!
এই যে দিগন্তগ্রাসী
নিবিড় নীরদরাশি

আকাশে বেড়ায় ভাসি'
উদাসীন, ম্লান,
একি শুধু তা'র অশ্রুভরা অভিমান!

আজি বাদলের ধারা ব'রে অবিরল,
আমার বিরহতপ্ত হৃদয় চঞ্চল!
কত সুখময় স্মৃতি,
কত বুকভরা প্রীতি
কত প্রণয়ের গীতি,
পুণ্য অশ্রুজল,
মনে পড়ে' আজি মোর পরাণ বিকল।

মনে হয় আজি বিশ্ব নিতান্ত বিজন;
একা বসি' করিতেছি স্বপন সৃজন।
আজ শুধু পড়ে মনে—
কোন্ দিন এ জীবনে
আমাদের দুই জনে
প্রথম মিলন,
বাহিরে বিরামহীন বারিবরিষণ।

আজি ভরা বরষায় শুধু হয় মনে—
কভু কি মিলন হবে হেন শুভক্ষণে!
এমনি বরষা ঘন,
নিরজন এ ভুবন,
এমনি আঁধার কোন
ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে
প্রাণে প্রাণে মিশে যাব আমরা দুজনে!



# প্রবাসে।

বরষে ঝর ঝর বারিধারা
যেন গো দিগ্বধূ কেঁদে সারা।
দিবস আলোহীন,
মেঘেরা সারাদিন
গগনে ঘুরে যেন পথহারা।

সাঁঝের শেষ রেখা মিশে যায়,
তিমির অম্বরে বেগে ধায়।
কখন্ ম্লান ছবি
ডুবিয়া গেছে রবি;
আঁধার নামি' আসি' ধরা ছায়।

বাহিরে কেহ নাহি কোথা আর;
জানালা পাশে বসি', রুধি' দ্বার।
কাহার মুখখানি
অমিয়-মাখা বাণী
ব্যাকুল মনে আসে অনিবার!

বাদলধারা ঝরে অবিরল,
নয়ন ভরি' কেন আসে জল!

কেবল পড়ে মনে
কাহার ছলনয়নে
মধুর প্রেম লাজ ঢল ঢল!

পবন থেকে থেকে বহে বেগে,
বিজলি জ্বলি' উঠে কাল মেঘে।
আজি সে একাকিনী
তামসী এ যামিনী
কেমনে নাহি জানি যাপে জেগে'!



# বিচ্ছেদের দিনে।

চাহি' যবে মোর পানে কাতর নয়নে
নীরবে সে মাগিল বিদায়,
কি আর বলিব তারে ?—মোর ক্ষুদ্র মনে
কি আছে জানাতে বাকি তা'য় !
বিদায়ের দিনে সেই নয়ন তৃষিত
দেখিবে যে রূপ তা'র, তাও উচ্ছ্বসিত
অশ্রু আসি' হ'ল অন্তরায়।

আজি হেন মনে হয় যেন তা'র কাছে
কত কথা বলা হয় নাই,
হৃদয়ে লুকান' যেন কত কথা আছে—
শেষ তার দেখিতে না পাই !
আজি তা'র প্রেমভরা আঁখি ছল ছল,
কমল-আননখানি বিষাদ-কোমল,
মনোমাঝে জাগিছে সদাই।



# মেঘদূত।*

কবে রামগিরি হ'তে কোন্ নির্ব্বাসিত
বিরহ-তাপিত
হত ভাগ্য যক্ষ, কোন্ প্রথম বর্ষায়,
তরুণী কান্তায়
জানাতে মরম ব্যথা আকুল আবেগে
সেধেছিল মেঘে!

উজ্জয়িনী-রাজকবি মোহি' বিশ্বলোকে
মেঘমন্দ্র শ্লোকে
বিশ্বের ব্যাকুল যত বিরহীর বাণী
মায়ামন্ত্রে আনি'
রেখেছে অমর করি' অমৃত ভাষায়
সে প্রেম-ব্যথায়।

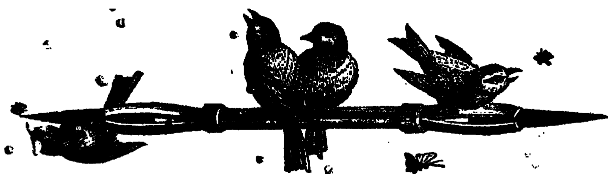
আজি বহু বর্ষ পরে,—একান্ত সুদূরে
বঙ্গ-অন্তঃপুরে
অবরুদ্ধা বঙ্গবধূ, কান্তবিরহিনী
পড়ি' সে কাহিনী
প্রবাসী পতির তীব্র বিরহ বেদনে
ভাবে মনে মনে।

---

* কাব্যানুবাদ। শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র কৃত।

মনে ভাবে—নবমেঘ আসে বুঝি ভেসে
তাহারি উদ্দেশে,
মেঘ সনে পাঠায়েছে হৃদয়ের ভার
বুঝি প্রিয় তা'র!
চেয়ে থাকে—মুগ্ধহিয়া, বসি বাতায়নে,
সঘন গগনে।

আজি বরষার দিনে তাই দুর্ব্বিষহ
প্রিয়ের বিরহ;
যক্ষের বিরহগাথা ধ্বনিত অন্তরে
আজি শূন্য ঘরে
নব-বিরহিণী মগ্ন মিলন-স্বপনে
সজল নয়নে।



# আক্ষেপ।

এবার বসন্ত, সখি,
হ'ল বুঝি অবসান!
যত ফুল ছিল বনে
ঝরে' গেছে অযতনে,
তাই বুঝি নাহি আর
মত্ত মধুপের তান;
মধুর মলয় আর
বহেনা সুরভি ভার,
তমালের ডালে বসি'
কোকিল গাহেনা গান।
বিফলে বসন্ত হায়
হ'ল বুঝি অবসান!

বিরহ-বিধুর প্রাণে
চেয়ে চেয়ে পথ পানে,
বসন্তের শেষ চন্দ্র
হ'ল বুঝি অস্তমান!

এমন যামিনী, হায়,
বিফলে কাটিয়া যায়!
কোথা মিলনের অশ্রু,
অনুরাগ, অভিমান!
এবার বসন্ত, সখি,
হ'ল বুঝি অবসান।

সেই যে কখন এসে
কেড়ে নিয়ে গেছে হেসে
আমার যা' কিছু ছিল—
অবোধ হৃদয় প্রাণ;
আর কি আসিবে ফিরে'
ভাসিব প্রণয়-নীরে,
হেরিব সে রূপ-জ্যোতি
সারানিশি দিনমান!
এবার বসন্ত, সখি,
হ'ল বুঝি অবসান!

সে যে অমৃতের সিন্ধু,
শুধু তার এক বিন্দু
আমার তৃষিত চিত্ত
চাহে করিবারে পান।

কথনো নিমেষ তরে
সে কি হায় মনে করে
মলিন আনন মোর
জলভরা দুনয়ান!
এবার বসন্ত, সখি,
হ'ল বুঝি অবসান।

তা'র গলে দিব ব'লে'
বসন্ত কুসুম দলে
কতনা গাঁথিনু মালা,
শুকায়ে হয়েছে ম্লান!
যদি আসে পথ ভুলে'
চাহে যদি আঁখি তুলে'
বসন্তের অবসানে
কি তারে করিব দান!
বিফলে বসন্ত, সখি,
হ'ল বুঝি অবসান।



# বিরহ।

তুমি এস, আজি এস,
চিরদিন তরে কর আসি' মোর
অসহ বিরহ শেষ।
তেমনি কুসুম ফুটেছে কাননে,
হাসিছে ইন্দু তেমনি গগনে,
শুধু নাহি দেখ, হেথা মোর মনে
তেমন সুখের লেশ।

মনে হয়, যেন শত যুগ তোমা'
ছাড়ি' আছি, হৃদয়েশ!
আজ তাই আমি অতি দীনহীন,
কত না দুঃখ সহি নিশি দিন;
দেখ আসি' আজি শ্রীহীন মলিন
জীর্ণ আমার বেশ।

কত সুখস্মৃতি আনিয়াছে আজি
দুখের চাঁদিনী নিশা!
নাহি বুঝি কোথা এত ভালবাসা,
কেহ নাহি জানে এত প্রেমভাষা,
কারো প্রাণে বুঝি নাহি এত আশা
আকুল প্রণয়-তৃষা!

আজ কি গো তব পশে না শ্রবণে
আমি হেথা যত কাঁদি!
দেখ আসি', লয়ে অশ্রু-সজল
হৃদয় মাধুরী চির উজ্জ্বল,
আছি পথ তব চাহিয়া কেবল
আশায় পরাণ বাঁধি!

বুঝি আমি মোরে পারিনি বুঝাতে;
আজ দেখ আসি' ফিরে',—
কারো নাই এত মত্ত বাসনা
কোথাও পাবে না এত সান্ত্বনা;
ধুয়ে দিব তব সর্ব্ব বেদনা
বিমল অশ্রুনীরে।
ঘুচাতে তীব্র বিরহ-যাতনা
তুমি এস, এস ফিরে'।



# বসন্ত।

হিমে জর জর ধরণীর জরা ঘুচায়ে
সযতনে তার শিশির অশ্রু মুছায়ে
শীকর শীতল মন্দ মলয় পবনে
আসে বসন্ত ভুবনে।
সঞ্চার করি' সুকোমল কর পরশে
নবীন জীবন নব যৌবন হরষে
স্থলে জলে বন-ভবনে,
নব গৌরবে বসন্ত আসে ভুবনে।

অম্বরে নীল উজ্জ্বল শোভা অমলা
পাদপ জড়িত পুষ্পিত লতা শ্যামলা,
মুগ্ধ নয়ন স্নিগ্ধ হরিত বরণে
নিখিল পূরিত কিরণে।
তটিনীর কূল ঢাকা নব তৃণ দুকূলে,
আম্র কানন আবরিত নব মুকুলে
নব পল্লবাভরণে!
শোভিত ভুবন কিরণে শ্যামল বরণে।

উদ্দাম বায়ু বনে উপবনে বিহরে,
মর্ম্মর রবে ঘন তরুরাজি শিহরে।
স্বচ্ছ সলিলা চিরচঞ্চল-চরণা
বহে ঝর্ঝর ঝরণা।
পরিমলভরা ফুল্লকুসুম-অধরে
মত্ত মধুপ চুম্বন করে আদরে!
উপল-ব্যথিত-সরণা
বনপথে সদা বহে ঝর্ঝর ঝরণা।

সহকার-শাখে পঞ্চম তানে কুহরি'
দিকে দিকে পিক সঞ্চারে সুধালহরী;
অটবীতে শত বিহগকণ্ঠ-কাকলি,
গীতময় আজি সকলি।
দোয়েল পাপিয়া গাহে প্রাণ খুলে' মধুরে,
বৌ কথা-কও অনুনয় করে বধূরে
বিরহি-চিত্ত বিকলি'।
উঠে অটবীতে শতবিহঙ্গ-কাকলি।

আজিকে এসেছে মধুর মাধবী রজনী,
জাগ ত্বরা, চল মঞ্জু কুঞ্জে, স্বজনি;
নব সাধভরে কর কুরঙ্গ-লোচনা
বাসরসজ্জা রচনা।

নব বসন্তে এস নব অনুরাগিনী,
স্বর্ণবীণায় বাজাও মদির রাগিনী,
অমিয়সিক্ত-বচনা,
বাসরসজ্জা ফুলদলে কর রচনা।

আন চম্পক, অশোক, টগর, করবী,
নবমল্লিকা, বকুল, পাটল সুরভি,
সারা বন ফিরি' যতনে চয়ন করিয়া
আন অঞ্চল ভরিয়া।
এসেছে যামিনী মধুর ইন্দুশালিনী,
বকুলকুঞ্জে এসগো বকুলমালিনী
বাসন্তী বাস পরিয়া।
বন হ'তে ফুল আন অঞ্চল ভরিয়া।

চকোর চকোরী চাঁদের শুভ্র আলোকে
সুধাপান করি' খেলা করে উড়ি' পুলকে।
আজিকে মিলন সুমধুর এই বিজনে
মধুর মলয়-বীজনে।
চক্রা আর চখী ব্যাকুল বেদনে জাগিয়া,
কাঁদে আজ রাতে প্রিয়-সমাগম লাগিয়া
নদীর দুপারে দুজনে।
আজিকে বিরহ দুঃসহ হেন বিজনে।

কে আছে তরুণী জাগিয়া শূন্য শয়নে
আজি বসন্তে অশ্রুআকুল নয়নে!
হেন মধুরাতে প্রাণ-বল্লভ বিহনে
কে দহে বিরহ-দহনে!
সে কি পারে আজি থাকিতে প্রিয়ায় পাসরি',
ওই শোন বুঝি বেজে উঠে তা'র বাঁশরী
অদূরে গহনে গহনে!
আজি মধুরাতে কে দহে বিরহদহনে!



# জ্যোৎস্না রাত্রে।

একি বিমল জ্যোৎস্না প্রবাহে ভাসিছে
ধরণী!
ফিরে' এল কি সে মধু রজনী রজত-
বরণী!
তেমনি মধুর মৃদু সমীরণ,
শোভা সঙ্গীত গন্ধ তেমন,
বহিয়া এনেছে আজি কোন্ মায়া-
তরণী!
আজি বিমল জ্যোৎস্না প্রবাহে প্লাবিত
ধরণী!

সেকি মনে পড়ে কবে হেন মধুরাতে
দুজনে
সেই মধুর প্রথম মিলন, এমনি
বিজনে!
কি মধুর সেই কৌমুদীরাশি,
নব বিকশিত কুসুমের হাসি,
কি যে সুধা ভাসি' এসেছিল পিক-
কূজনে!
ধরে প্রথম মিলন হেন মধুরাতে
দুজনে।

সেই মম মনোবনে মুকুলিত নব
কামনা,
কত আশা, সংশয়, সুখ, দুখ, ভয়,
যাতনা !
মুগ্ধভ্রমর গুণ্ গুণ্ স্বরে
পদ্মমুকুল ঘিরি' যথা উড়ে,
ঘুরেছে তোমায় ঘিরে' মোর যত
বাসনা ;
যবে মন-উপবনে মুকুলিত নব
কামনা।

কবে পেয়েছি বিরাগ, অবহেলা, নাই
স্মরণে,
মম উন্মুখ প্রেম দলিয়াছ কবে
চরণে॥
মনে নাই আজ পেয়েছি কখন
মূক অভিমান, কঠিন বচন।
শুধু জানি,—আমি তোমারি, জীবন
মরণে।
কবে পেয়েছি বিরাগ উপেক্ষা নাই
স্মরণে।

শুধু মনে পড়ে, কবে সরম-অরুণ
আননে,
হেন মধু-যামিনীতে কুসুম-কুঞ্জ-
কাননে,
কণ্ঠে আমার দিয়ে ফুলমালা
বরণ করিয়া লয়েছিলে বালা,
প্রীতি-সুকোমল হৃদয়-কমল-
আসনে।
সেই কুসুমিত বনে সরম-অরুণ
আননে!

আজি জ্যো'স্নাপ্লাবিত সুনিভৃত এই
নিশীথে,
কাঁদে পরাণ আমার তোমার পরাণে
মিশিতে ;
তাই আজ ফিরে' এসেছি আবার,
তুচ্ছ জীবন লহ উপহার,
করুণাবিন্দু দান কর চির-
তৃষিতে ;
আজি জ্যো'স্নামগন নির্জ্জন এই
নিশীথে।

# প্রেমের রাণী।

বুঝিতে পার না, সখি, কেন আমি আসি
শতবার, লয়ে এই পরাণ পিপাসী
তোমার কুটীরদ্বারে ; কেন চেয়ে থাকি
মূকসম, মেলি' দু'টি তৃপ্তিহীন আঁখি
তোমার মুখের পানে !—কি সুখ স্বপন
মাঝারে নিমেষে চিত্ত হয় নিমগন
যখন তোমারে দেখি ! কেন বা নীরবে
অশ্রুবিন্দু ফুটে' উঠে নয়ন পল্লবে !
কেন এত ব্যগ্র হয়ে থাকে কর্ণপুট
শুনিতে তোমার শুধু একটি অস্ফুট
সরমজড়িত ভাষা ! হৃদয় আমার
কেন মুকুরের মত ওই সুকুমার
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব করিতে ধারণ,
হেরিতে মাধুরী তব, চাহে সারাক্ষণ !
কেন হয় এ আবেগ উচ্ছ্বসিত চিতে
তোমার দর্শনে, তুমি পারনা বুঝিতে !

কঠিন সংসারপথে প্রতিপদে সহি
শতব্যথা, অপমান, সারাদিন দহি
নিরাশার তীব্রতাপে, বিফলতা-দুখে
জরজর যবে প্রাণ, ম্লান নত মুখে

আসি তব পাশে। অয়ি হৃদয়ের রাণি,
তখন হেরিয়া শুধু ওই মুখখানি
প্রেম-পবিত্রতা-মাখা, অতুল-সুরভি
নন্দন কুসুম সম, সরলতা-ছবি,—
তোমার মহিমা আমি করি অনুভব,
তখনি জাগিয়া উঠে তোমার গৌরব
আমার মানস-পটে নব দীপ্তিমান্;
তোমার লাবণ্যসুধা করি শুধু পান
অনিমিক্ আঁখি ভরি'; ভুলি যত ব্যথা
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবিচার নির্ম্মমতা
সংসারের। মনে হয়, এ ধরা নিষ্ঠুর
শোকতাপভরা নহে; হেথা সুমধুর
তোমার প্রেমের ধারা—সন্তাপহারিণী
স্বর্গচ্যুতা মন্দাকিনী পীয়ূষবাহিনী—
বহে সদা। মনে হয়, স্বরগ-আবাস
অতি তুচ্ছ—নাহি যেথা হেন সুখ-আশ!
তখনি মর্ত্ত্যের দৈন্য হয় অবসান,
স্বরগেরো চেয়ে তারে মানি মহীয়ান্।

প্রিয়তমে, নিশীথের ঘন-অন্ধকার
ধীরে যবে নেমে আসে ঘিরি' চারিধার

অসীম অম্বর হ'তে, সুপ্ত ধরণীরে
করে গ্রাস, তুচ্ছ দীপালোকিত কুটীরে
পশেনা তাহার অধিকার ; সেথা হীন
প্রদীপের শিখা দেখি' পলায় মলিন
অন্ধকার। সেই মত তোমার মূরতি—
বক্ষোমাঝে স্নিগ্ধ শান্ত সমুজ্জ্বল জ্যোতি
জেগে থাকে অবিরত ; পারে না পশিতে
পৃথিবীর অন্ধকার তাই মোর চিতে ;
তাই সেথা যত কিছু সুখ শান্তি আশা,
তাই উছলিয়া উঠে হেন ভালবাসা
নিরন্তর,—অন্তরের অনন্ত নির্ঝর—
অমৃত-উৎসের মত, প্লাবি' চরাচর !

আমার মানসে চেয়ে দেখ আজি তাই—
হাহাকার, করুণ ক্রন্দন, কিছু নাই
অবশেষ।—কি অভাব আছে সে রাজ্যের
তুমি যার রাণী, সখি ! সেথা ঐশ্বর্য্যের
অক্ষয় আকর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সম
চিরবিরাজিত। দেখ, এ হৃদয়ে মম
তোমার হাসির রবিকরে মুকুলিত
হয়ে উঠে কত আশা, কত প্রস্ফুটিত

বাসনা-কুসুম পরে তব অশ্রুকণা
শিশিরের মত পড়ি' সৌন্দর্য্য কত না
করে সঞ্চারিত! প্রীতি স্নেহসিক্তবাণী
কি অমৃত করে বরিষণ! নাহি জানি
কোথা হ'তে জন্মান্তের সুখস্মৃতিরাজি
আসে মনে, উঠে যেন শত তন্ত্রী বাজি'
পরাণ-বীণার! নিত্য নূতন সঙ্গীতে
চির পুরাতন প্রেম চাহে বিকশিতে
আমার অন্তর মাঝে। তাই ব্যাকুলতা
জেগে থাকে প্রাণে মোর;—মরমের কথা
ফুটে কি, ভাষায় কভু? হৃদয়-বিভব
হৃদয়ে লুকান' থাকে, কেবল নীরব
অন্তরের প্রতিধ্বনি অন্তরের মাঝে
নীরবে দিবসনিশি সুমধুর বাজে।

আজ শুধু মনে হয়, এমন অকূল
প্রেমের কি আছে শেষ! জীবনের ভুল
ভ্রান্তি শত শত যবে হবে অবসান
মরণের পর পারে, সুখ দুঃখ তান
পৃথিবীর পশিবেনা কাণে, সেথাও কি
তোমার প্রেমের আঁখি থাকিবে না, সখি,

আমার মানসাকাশে ধ্রুব জ্যোতি সম
সমুদিত, দূর করি যত গাঢ়তম
অন্ধকার? করিবে না সদা বরিষণ
অসীম সান্ত্বনা, আর স্নেহের কিরণ
আমার মলিন প্রাণে? অয়ি বরাননে,
আজি মোর মনে হয়, যেন তোমা' সনে
অনন্ত কালের পরিচয়! কোন্ শুভক্ষণে
হয়েছিল দুজনার নয়নে নয়নে
প্রথম পরাণ বিনিময়, তাহা আর
মনে নাহি পড়ে।—যেন এ প্রণয়-ধার
বহিয়াছে চিরদিন!—তাই এ বিশ্বাস,
এ প্রেমের নাহি আদি,—নাহি এর নাশ।

কি ভাবিছ মনে, ওগো মানস-বাসিনি,
লজ্জানম্র মুখে? অয়ি মধুরহাসিনী,
প্রণয়িণি মোর, কহিয়োনা কোন কথা;
আজি তব এই সুমধুর নীরবতা
বড় ভাল লাগে প্রাণে; যে প্রেমক্ষীরোদ
তোমার হৃদয়ে, যেন করি আজি বোধ—
তরঙ্গ নীরবে তার লাগিছে আসিয়া
আমার সর্ব্বাঙ্গমনে; গিয়াছে ভাসিয়া

সর্ব্ব চঞ্চলতা মম। আজি, সখি, আমি
তোমার প্রেমের বলে যেন অন্তর্য্যামী,—
অন্তরের প্রেম তব, মাধুরী অপার
করিতেছি অনুভব; তাই আজি আর
কোন সাধ নাহি মোর। তোমার হৃদয়
কি মধুর চিরনব রহস্যনিলয়,
তুমি তা জান না, শুভে!—আপন সৌরভ
বিকশিত সুবিমল রূপের গৌরব
কুসুম জানে না যথা। আজি আমি জানি
হৃদয়-মাধুরী তব, হৃদয়ের রাণি,
অতুলন বিশ্বমাঝে। তাই আপনারে
আজি আমি মানি ধন্য ভুবন মাঝারে।



# মুগ্ধ।

( ১ )

যবে মাধুরী-বিভোর হেরি মুখ তোর
মেলি অনিমেষ আঁখি,
শুধু মনে হয়—আর জীবনে আমার
কোন সাধ নাই বাকি!
আমি ভাবি হীন ধরা উজল অমরা
হেরি' তোর মধু হাসি;
আমি তোরি রূপলীন দেখি নিশিদিন
নিখিলের শোভারাশি।

( ২ )

যবে থাকি অতিদূরে স্নেহহীন পুরে,
তখনও তোরি স্মৃতি
মোর তাপিত পরাণে নব আশা আনে
বরিষে সান্ত্বনা প্রীতি।
যেন সারা বিশ্বময় তোরি রূপোদয়
হেন মনে হয় ভুল,
ফুটে শ্যামল ভূতলে নীলাকাশ-কোলে
তোরি লাবণ্যের ফুল।

# পুরাতন।

তুমি চির পুরাতন।
জনমে জনমে ছিলে তুমি মোর
বাসনার ধন।
যুগে যুগে যেন মূর্ত্তি তোমারি
দেখেছে নয়ন।

মোর স্মৃতি-আলো-রেখা
অতীত-তিমিরে পশে যত দূরে,—
সেথা যায় দেখা—
গৌরবে তুমি আছ সাথে, কভু
নহি আমি একা।

আমি জানি না কখন
ফুটেছিলে তুমি প্রথম প্রভাতে
কুসুম যেমন,
সৌরভ আর সুষমায় করি'
মুগ্ধ এ মন।

তাই হৃদয়-আলোকে
মুখখানি তব যেমনি আমার
পড়িয়াছে চোখে,
চিনিয়াছি তোমা' আপনার বলে'
অনন্ত লোকে।

# নূতন।

তুমি নিত্য নূতন।
প্রতিদিন তব শোভা নব নব
করি দরশন ;
যত দেখি, তত মনে হয়,—যেন
দেখিনি কখন।

আমি মেলি' দুটি আঁখি
তোমার নলিন-নয়নের পরে
যত চেয়ে থাকি,
মিটেনাকো সাধ,—রহস্য তার
তবু থাকে বাকি !

ওই হৃদয় তোমার
রেখেছে লুকায়ে যেন সযতনে
মাধুরী অপার,—
প্রাণ-মনে যত করি অনুভব
শেষ নাই তার।

তব রূপ নিরূপম
সমগ্র কভু উঠিবে কি ফুটি'
শতদল সম
পূর্ণ তোমায় দেখিবে কি কভু
কল্পনা মম !

# নিশীথে।

হের কি মধুর নিশি কৌমুদীবসনা দিশি
চরাচর সুষুপ্তিমগন,
শান্ত তটিনীর বুকে ঘুমায়ে পড়েছে সুখে
চন্দ্রমার চঞ্চল কিরণ।

উপবনে ফুটি' শত শুভ্র পুষ্প অবিরত
চেয়ে আছে আকাশের পানে,
যেন কোন্ দেবতারে শোভা গন্ধ উপচারে
পূজা করে পরাণে পরাণে।

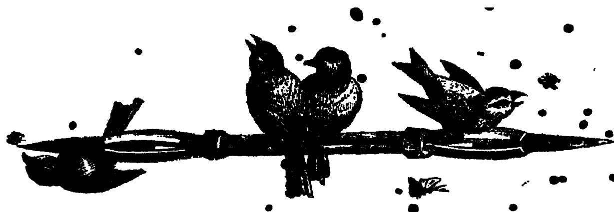
জন শূন্য পথ ঘাট সুদূরবিস্তৃত মাঠ,
শব্দহীন নিখিল ভুবন,—
কভু নীড় হ'তে পাখী ঘুমঘোরে উঠে ডাকি'
দেখি কোন সুখের স্বপন।

চেয়ে দেখ চারিধার জন প্রাণী নাহি আর
বিশ্ব যেন বিজন, স্বজনি,
শুধু আমাদেরি তরে হেন চারু রূপ ধরে
আসিয়াছে আজি এ রজনী।

অসীম আকাশতলে হেথা শ্যাম দূর্ব্বাদলে
এস তুমি সৌন্দর্য্যরূপিনি !
নীরব নিশীথে আজি এস নববেশে সাজি'
ধরি' মূর্ত্তি বিশ্ববিমোহিনী।

ঘনকৃষ্ণ কেশভার খুলে দাও একবার,
মেল আঁখি—নীলোৎপল নব ;
কঠিন ধরার ভূমি কুসুমিত কর তুমি
চরণ-অলক্তরাগে তব।

ফুটন্ত জ্যোছনা রাশি উল্লাসে পড়ুক আসি'
অনবগুণ্ঠিত মুখ পরে,
মহিম মূরতিখানি দেখি, সৌন্দর্য্যের রাণি,
অতৃপ্ত নয়ন দুটি ভরে'।



# আঁখি

তোমার নয়ন, সখি,
নির্ম্মল আকাশ,
প্রশান্ত নীলিমা তার
স্বর্গের আভাস।

তোমার নয়ন, সখি,
সরসী অমল,
ফুটে' তাহে স্নেহ প্রীতি
লাজ শতদল।

তোমার নয়ন, সখি,
যেন ধ্রুবতারা,
আঁধারে যখনি মোর
চিত্ত দিশাহারা।

তোমার নয়ন পানে
তাই অনিমেষ
চেয়ে চেয়ে তবু সাধ
নাহি হয় শেষ।

# কবির প্রেয়সী

তোমারে গড়েছে বিধি—হেন মনে লয়,
ওগো কবি-প্রিয়া,
তিল তিল নিখিলের সৌন্দর্য্য আহরি'
একান্তে বসিয়া।

তাই তোমাপানে চাহি' অতৃপ্ত নয়নে,
নিত্য নব গীতে
প্রকাশিতে চাহে কবি বিপুল বিস্ময়
ছন্দ রাগিনীতে।

তাই গৃহকোণে থাকি' ধনমানহীন
সংসার মাঝারে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য হ'তে করে উপমা চয়ণ
বর্ণিতে তোমারে।

সত্যই কি এ সৌন্দর্য্য শ্রীঅঙ্গে তোমার
উঠেছে বিকশি'
প্রশান্ত সন্ধ্যায় যথা গগনের গায়
শোভে পূর্ণশশী!

অথবা—এ শুধু স্বপ্ন, প্রদীপ্ত কল্পনা
কবি-হৃদয়ের
পড়েছে তোমার পরে, তাই নাহি শেষ
তব সৌন্দর্য্যের ;

প্রাবৃটের নভস্তলে—নবমেঘস্তরে
রবির কিরণ
পড়িয়া, বিচিত্রশোভা পূর্ণ ইন্দ্রধনু
বিকাশে যেমন !



# কবিতা-সুন্দরী।

ধীরে ধীরে পশে চিত্তে মোর সুকুমারী কবিতা-সুন্দরী,
করে তা'র কনককঙ্কণ, চরণে মঞ্জীর মৃদু বাজে ;
চারু নীলাম্বরে ঢাকি' দেহ মণিমুক্তা-আভরণ পরি'
নববধূসম দেয় দেখা আঁখিপাতা আনমিত লাজে।
স্বচ্ছ-অবগুণ্ঠনের ছায়ে ইন্দুনিভ সুন্দর আনন,—
পল্লবের অন্তরালে যেন বিকশিত কুসুমের হাসি,
মাঝে মাঝে কৌতূহলভরে, ছুটে' আসি' অধীর পবন
চকিতে ঘুচায়ে আবরণ দেখে যায় দিব্য রূপরাশি।
কখনো নিমেষতরে যদি দেখা হয় নয়নে নয়নে,—
অমনি রক্তিমতর আভা ফুটে' উঠে কোমল কপোলে;
নতনেত্রে নির্ব্বাক্ অধরে চলে' যায় চঞ্চল চরণে,
অমল অঞ্চলখানি তা'র খসে' পড়ি' লুটে ধরাতলে।
জানিনা সে কখন্ আমারে করেছিল নীরবে বরণ,
অজ্ঞাতে পরাণখানি মোর কেমনে সে করেছে হরণ!



# কল্পনা-বিহঙ্গ।

আমার কল্পনা যেন মুক্ত বন-পাখী,
ভালবাসে নীলাকাশ, রবির কিরণ,
উড়ে যেতে চায় দূরে যেথা যায় আঁখি
মেলি' তার লঘু পক্ষ বিচিত্রবরণ।
কত নব নব সাধ জাগে তার প্রাণে,
তাই প্রতিদিন ছাড়ি' ধরণীর নীড়ে
নবীন উৎসাহে ধায় অনন্ত বিমানে—
কতনা অজানা বনে—দূর সিন্ধুতীরে।
পারেনা স্বাধীন পাখী সহিতে বন্ধন,—
সোণার পিঞ্জরে তার রুদ্ধ হয় শ্বাস ;
সে চাহে দেখিতে খুঁজি' কোথায় নন্দন,
অনন্ত বসন্ত করে কোন্ দেশে বাস।
লোকালয়ে আসি' তার থেমে যায় গান,
বিজনে সে গাহে খুলি' নিভৃত পরাণ।



# কল্পনা-ভ্রমর।

আমার মানসকুঞ্জে কল্পনা-ভ্রমর
প্রতিদিন প্রাতে উঠি' মধু-আহরণে
উড়ে যায়—যেথা শত পুষ্প মনোহর
বিকশিত হয়ে উঠে রবির কিরণে।
প্রতি প্রস্ফুটিত ফুলে বেড়ায় উড়িয়া,
ফুল-পরিমল করে প্রাণভরে' পান,
অর্দ্ধস্ফুট মুকুলের চৌদিকে ঘুরিয়া
অনুরাগভরে করে গুণ্ গুণ্ গান।
অতৃপ্ত নয়নে দেখে সৌন্দর্য্যের মেলা,
সুগন্ধি কুসুমরেণু লেগে থাকে গায়,
মধ্যাহ্নে অলস পাখা—ভুলে থাকে খেলা
সুকোমল কুসুমের সুস্নিগ্ধ ছায়ায়।
সন্ধ্যাবেলা শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে গেহে,
মধুর সৌরভ শুধু মাখি তার দেহে।



# কবির প্রতি।

সুনীল আকাশ পানে মেলি' অনিমেষ
বিমুগ্ধ নয়ন,
বিজন বকুল বনে বসিয়া বিবশ মনে
কি নব স্বপনে কবি আছ নিমগন।

সম্মুখে তটিনী তুলি' তরঙ্গ চঞ্চল
কোথা' বহে যায়,
'কুলু কুলু কলরোলে কি কথা সে যায় বলে',
কোকিল বকুলশাখে কি যে গান গায়।

দূর হ'তে বাঁশরীর কম্পিত মধুর
সুর আসে কাণে,
কাহার লুকান ব্যথা ভাষাহীন ব্যাকুলতা
ভেসে আসে যেন ওই সকরুণ তানে।

জ্যোৎস্না, মলয়, গীতি, ফুল-পরিমল,
ভ্রমর-গুঞ্জন,
মধুমাখা কুহুরব, একত্র করিয়া সব
কি স্বপনলোক কবি করিছ সৃজন।

নিভৃত হৃদয়ে তব কোন মায়াময়ী
মানসী মূরতি,
আকুল বাসনা, আশা, প্রাণপূর্ণ ভালবাসা
পূজা-উপচারে তারে করিছ আরতি!

উঠ, কবি, ছেড়ে এস প্রিয় ঘুমঘোর,
অলস স্বপন;
আকাশ-কুসুমে আর কত বা গাঁথিবে হার,
এস ছেড়ে সুকোমল শ্যামল শয়ন।

ফেলে দিয়ে এস বাঁশী ভুলে যাও যত
প্রণয়ের গীতি,
প্রাণদান-প্রতিদান, বিরহ মিলন মান,
অনাদি প্রেমের শত সুমধুর স্মৃতি।

চেয়ে দেখ চারিধারে ঘিরিয়া তোমায়
কঠিন সংসার,
কোথা প্রেম, কোথা স্নেহ, কোথা শান্তিময় গেহ,
কত দুঃখ কত শোক, কত হাহাকার!

এ নহে খেলার ঘর,—হেথা যে কঠোর
জীবন-সংগ্রাম,
এত নহে সুশোভন কল্পনার উপবন,
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব কোলাহল হেথা অবিরাম।

# মুকুর।

চাঁদের কিরণ কোথা ?—দেখ প্রজ্জ্বলিত
দাবানল-শিখা ;
বসন্ত, মলয়, হায় ! নিমেষে মিলায়ে যায়
শুধু ছুটে' আসে বেগে প্রমত্ত ঝটিকা !

এস, কবি, ছেড়ে তব মানস ভুবন
পৃথিবীর মাঝে,
থেকোনা অলস হয়ে অসার স্বপন লয়ে
রত হও সুকঠিন জীবনের কাজে।



# নিবেদন

এ নহে কুসুমকুঞ্জ স্বপনমণ্ডিত,
এ যে গো সংসার ;
তবু ভাঙ্গিয়োনা মোর এ অলস ঘুমঘোর
মুছিয়োনা আঁখি হ'তে অঞ্জন মায়ার।

সমর-বিমুখ আমি, শান্তির ভিখারী,
অক্ষম দুর্ব্বল,
জনস্রোত দূরে রাখি' একাকী নির্জ্জনে থাকি,
অবাধ কল্পনা শুধু আমার সম্বল।

কে আমারে সারাক্ষণ রেখেছে ভুলায়ে
বাঁধি মায়াডোরে,
আমি হেথা দীনতম, কুবেরভাণ্ডার সম
ঐশ্বর্য্য স্বপনে আনি' কে দেখায় মোরে!

কঠোর জগতমাঝে চাহে মোর প্রাণ
ব্যগ্র ভালবাসা ;
দীনতা হীনতা যত চারিধারে দেখি, তত
জেগে থাকে হৃদে মোর সৌন্দর্য্যপিপাসা।

গোপন পরাণে প্রেম উঠে উচ্ছ্বসিয়া,—
কে জানিবে তায় ;
কত সাধ ফুল সম নীরবে হৃদয়ে মম
বিফলে ফুটিয়া উঠি' ঝরে' পড়ে যায়।

নিখিলের শোভা লয়ে চাহি বিরচিতে
স্বর্গের আভাস ;
মলিন ধরায় থাকি' কেমনে দেখিবে আঁখি
কি মাধুরী ঢেকে রাখে সুন্দর আকাশ !

নীলিমার পর পারে আছে কোন্ দেশে
সৌন্দর্য্যের রাণী,
সকল কুসুম যার বহিছে সুরভিভার
সকল সঙ্গীত যার সুধাসিক্ত বাণী !

তাহারে দেখিতে যেন চাহে চিরদিন
ব্যাকুল নয়ন,
মুগ্ধ কুরঙ্গের প্রায় পরাণ শুনিতে চায়
সে মায়াময়ীর স্বর্ণবীণার নিক্বণ।

তাহারি অঞ্চল ঘিরে' আছে অবিচল
স্নেহ প্রেম আশা,
অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাই সকলি ভুলিতে চাই
লভি' তার সকরুণ স্নিগ্ধ ভালবাসা।

যত তারে ধ্যান করি হৃদয়ে রাখিয়া,
মিটেনা তিয়াষ ;
যত হই অগ্রসর দেখি তারে দূরতর,
পরশে ধরিতে যাই – বিফল প্রয়াস !

আমারে ডেকোনা তবু সংসারের মাঝে,
থাক্ এ স্বপন,
জাগ্রত জগত ভুলি' একান্তে গড়িয়া তুলি
সর্ব্বসুখশান্তিময় মানস ভুবন।



# জীবনের পথে।

সুদীর্ঘ এ জীবনের পথ,
এখনো অনেক আছে বাকি,
এখনি চরণ কেন ক্লান্ত হয়ে আসে হেন
দৃষ্টিহারা হয়ে আসে আঁখি !

মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে যদি
তাপিত বিকল হয় কায়া,
চারি ধারে শুধু মরু নাহি কোথা গৃহ তরু,
নাহি থাকে বিন্দুমাত্র ছায়া ;

প্রতি পদে বাধা বিঘ্ন ভয়
সদা যদি দেখা দেয় এসে,
তবু চলি' প্রাণপণে সবল অটল মনে
যেতে হবে দীর্ঘ পথশেষে।

পথ দিয়া যা'রা যায় চলি'
সগৌরবে, গরবের ভরে,
করুণ নয়নকোণে যদি এ অধম জনে
নাহি চায় নিমেষের তরে ;

ছিল যা'রা নিতান্ত আপন,
তাহারাও হয় যদি পর,
নিঠুর কঠোর বাণী উপেক্ষার শর হানি'
শ্রান্ত তনু করে জরজর ;

আজন্মের প্রিয় সঙ্গী যদি
একে একে ছেড়ে যায় সবে,
তবু একা দীর্ঘ দিন সুপ্তি-তৃপ্তি-শান্তিহীন
লক্ষ্যপানে শুধু যেতে হবে।

একদা মধুর সন্ধ্যাবেলা
ফুরাবে এ সুদুর্গম পথ,
চিরশান্তি-নিকেতনে পশিব প্রফুল্ল মনে
পূর্ণ হবে জীবনের ব্রত।

আপনি বিজয়লক্ষ্মী আসি'
কণ্ঠে মোর পরাইবে মালা,
তা'র সুকল্যাণ হাসি বরষি' অমৃতরাশি
ঘুচাইবে চির দুঃখজ্বালা।



# ঋণী।

আজি শুধু মনে হয় কোন্ শুভক্ষণে
তোমাদের সনে সে প্রথম পরিচয়,
চাহিয়া এ মুখপানে করুণ-নয়নে,
কেমনে করিলে বন্দী তরুণ হৃদয়!
কণ্টককঙ্করাবৃত সংসারের পথে
পড়ে' ছিনু উপেক্ষিত, বিষণ্ণ, একাকী,
তখন তোমরা সবে আসি' কোথা হ'তে
হাতে ধরে' তুলে' মোরে মুছাইলে আঁখি
ঢেলে দিয়ে অবিরল স্নিগ্ধ ভালবাসা
সরল করুণা, ক্ষমা, মধুর সান্ত্বনা,
জুটালে হৃদয় মাঝে নব নব আশা,
শিখাইলে জীবনের মহান্ সাধনা।
অক্ষম, অধম আমি, চিরদীনহীন
কেমনে শুধিব বল এ স্নেহের ঋণ!



লোকালয় হ'তে কভু ভাসি' ধীর পবনে
আসিবে বাঁশীর রব শ্রবণে।
পূর্ণ নদীর বুকে
দুটি প্রাণী লয়ে সুখে
অবিরত স্রোতোমুখে ভেসে যাবে তরণী;
জগৎ থাকিবে পড়ি' এমনি।

প্রতিদিন আঁখি মেলি' নব নব আলোকে
দেখিব নূতন দেশ পুলকে।
দুই জনে ল'য়ে নিতি
প্রেমের স্বপন, স্মৃতি,
রচিব ভুবন নব, সারাদিন রজনী
ভাসিব তরণী পরে, সজনি।

বিশ্ব রহিবে ঘিরে' শোভা তার বিকাশি'—
ভেসে যাব মোরা দুটি প্রবাসী।
কিছু চাহিবনা আর,
ভুলে' যাব সংসার;
ঝঞ্ঝা আসিলে কভু ডুবে যদি তরণী,
সুপ্তি লভিব মোরা, সজনি।

# মানসী।

আর কত বল ভুলাবে আমারে
মানসকুঞ্জবাসিনি!
নবীন শোভায় নিত্য বিকশি'
চিত্তগগনে পূর্ণিমা-শশী,
একিগো রঙ্গে খেলা কর বসি'
সুন্দর-শুভহাসিনি!
নব নব সাধ জাগাও পরাণে
নীরব মঞ্জুভাষিণি!

হেরি রূপ তব নিত্য নূতন
অয়ি নির্ম্মলবরণে!
মনে নাই কবে কোন্ স্থলগনে
কোথা আমাদের দেখা দুই জনে;
কি মূরতি ধরি' অয়ি বরাননে
নূপুর-মুখর চরণে
পশেছিলে আসি' হৃদয়ে আমার
আজ নাই তাহা স্মরণে।

সংসার নিতি আসে মোর পাশে
হাতে লয়ে মায়া-শিকলি,
প্রকৃতি আমায় করে আবাহন
দেখায়ে তাহার শোভা অগণন ;
পারে না বাঁধিতে কেহ মোর মন—
তুচ্ছ নেহারি সকলি।
উজ্জ্বল তব রূপ অতুলন
জেগে থাকে হৃদে কেবলি।

তাই হেথা বসি' বিজন বিপিনে
বনমর্ম্মর-পবনে,
মানসে শ্রীমুখ করি' দরশন,
শুনি' শুধু তব অমিয় বচন,
ভুলে' আছি আমি জীবন মরণ
কঠিন মলিন ভুবনে।
দিবস রজনী রেখেছ ভুলায়ে
স্বর্গের নব স্বপনে।

কত নব নব ছলনার পাশে
রেখেছ হৃদয় বাঁধিয়া!

কভু মুখ ঢাক' টানি' আবরণ,
কখনো মুক্ত অবগুণ্ঠন,
কভু হাসি, কভু ম্লান অকারণ—
কখনো বা উঠ কাঁদিয়া!
কখন মৌন, কখনো সোহাগে
সান্ত্বনা কর সাধিয়া।

কাছে থাকি' তবু থাকিবে কি দূর;—
কখনও চির জীবনে,
অয়ি মায়াবিনী অরুণ-অধরা,
আকুল-অলকা, নীল-অম্বরা,
বাহুবন্ধনে দিবে না কি ধরা
মর্ত্ত্য বাসর-শয়নে!
বাহিরিয়া আসি' অন্তর হ'তে
থাকিবে নয়নে নয়নে!

